

## তফসিল

### বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি [ধারা ৩৯(২) দ্রষ্টব্য]

১। **সংজ্ঞা**- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছুই না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর আইন, ২০০৯; এবং

(খ) "সিলেট", "সিডিকেট", "একাডেমিক কাউন্সিল", "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক", "কর্মচারী" এবং "রেজিস্টারডুক্ট গ্রাজুয়েট" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেট, সিডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টারডুক্ট গ্রাজুয়েট।

২। **অনুষদ**- (১) কোন অনুষদ উহার ভীন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভীন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবে;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের প্রধানগণ;

(গ) অনুষদের দশতান অধ্যাপক, যাঁহারা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক ও প্রধানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মত অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক তিনজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তিনজন ব্যক্তি, যাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও অধ্যায়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সূপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সূপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সূচিতের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সূপারিশ করা; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। **পার্টক্রম কমিটিসমূহ।** - (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পার্টক্রম কমিটি থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্য পার্টক্রম কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পার্টক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় প্রধান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;

(গ) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের দুইজন শিক্ষক; এবং

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয় বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তি।

(৪) পার্টক্রম কমিটি পার্টক্রম ও পার্টসূচী প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা দ্বারা অঙ্গীকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ না থাকিলে, অনুষদের ডিন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের পাঁচল শিক্ষক সমন্বয়ে পার্টক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগর তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৭) পার্টক্রম কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব-

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করিবে;

(খ) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী পার্ট্য তালিকা প্রণয়ন করিবে;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে; এবং

(ঘ) বিভাগীয় ছাত্রদের গবেষণা সন্দর্ভ/থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে; এবং

(ঙ) সিডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৪। **পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি।** - পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতদসম্পর্কে সিডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাইও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(গ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রাগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

**৫। বাছাই বোর্ড।** - (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিষ্পত্তি সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যাম্পেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যাম্পেলর, যদি থাকেন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের অন্যন্য একজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যাম্পেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ, যাঁদের মধ্যে একজন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিষ্পত্তি সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে:-

(ক) ভাইস-চ্যাম্পেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যাম্পেলর, যদি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন;

(ঙ) বিভাগীয় প্রধান;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ছ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) বাছাই বোর্ড প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ না হওয়া সম্বেদ নৃতন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৪) কোন বাছাই বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত বোর্ড কর্তৃক চ্যাম্পেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবিধি দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সম্বেদ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে কোন সদস্য কেবল তাঁহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৭) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৮) বাছাই কমিটি বিশেষ যোগ্যতামূল্য প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিন্ডিকেটের পুরানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যাম্পেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণত: অনুক্ষ ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

**৬। কর্মকর্তাগণের নিয়েগ।**- (১) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সমপদমর্যাদা সম্পদ্ধ ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিভিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথাঃ-

(ক) ভাইস- চ্যাম্পেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যাম্পেলর, যিনি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(ঙ) সিভিকেটের একজন সদস্যসহ উক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) চ্যাম্পেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(২) অনুচ্ছেদ (১)-এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যক্তীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিভিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথাঃ-

(ক) ভাইস- চ্যাম্পেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো- ভাইস- চ্যাম্পেলর, যদি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন তীব্র;

(ঙ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(চ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ।

**৭। অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য।**- অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিভিকেট ও ভাইস-চ্যাম্পেলর কর্তৃক প্রদত্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

**৮। সম্মানসূচক ডিগ্রী।**- কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক, সিভিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিভিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যাম্পেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যাম্পেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা যাইবে।

**(১) রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট।**- (১) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাঁহার নাম রেজিস্ট্রিরণের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে পনের বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা উষ্ণফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট টিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন রেজিস্ট্রারভুক্ত প্রাজুয়েট উপরোক্তভাবে রেজিস্ট্রারভুক্ত হওয়ার পর যে কোন সময়ে ফিস বাবদ এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা উষ্ণফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়া রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৮) গ্রাজুয়েটদের তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তি সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যাম্পেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রা-ভাইস-চ্যাম্পেলর, যদি থাকেন;

(গ) সিনিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(৫) উপ-ধারা(৪)-এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৬) তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-ধারা (৪)- এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৭) রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

১০। **শিক্ষাক্রম।** - এই আইনের বিধান অন্যায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১১। **বিভাগ।** - (১) বিভাগীয় প্রধান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে পালাক্রমে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যাম্পেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যাম্পেলর জোর্জতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে একজনকে পালাক্রমে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে বিভাগের প্রবীনতম শিক্ষকদের মধ্য হইতে প্রধান নিয়োগ করা হইবে;

[ব্যাখ্যা: এই সংবিধির জন্য পদবী ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যোর্জতা নির্ধারণ করা হইবে এবং দুই ব্যক্তির পদবী ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকুরীকালে দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যোর্জতা নির্ধারণ করা হইবে]

(৩) ডীনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় প্রধান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস-চ্যাম্পেলর কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিভাগীয় প্রধান তাঁহার বিভাগে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং বিভাগীয় প্রধান বিভাগের রূটিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৬) বিভাগের সীতি নির্ধারণ বিষয়াদি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি এবং বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৭) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিষ্পত্তি কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) ছাত্র ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচী;

(গ) পরীক্ষা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলী।

(৮) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যোর্ডার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্ত্যন্ত তিনজন হইতে হইবে।

(৯) প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।

১২। **রেজিস্ট্রারের কর্তব্য।**- রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সাধারণ সীলনোহর এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিবেন;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিলের সচিব হইবেন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় রেজিস্ট্রার সচিব হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া ও সকল সভার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বচ্ছতা, হাতে কলমে প্রদর্শনি, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের কাজ, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনাসহ একাডেমিক শিক্ষকমণ্ডলীর কাজের সময়সূচী ও ব্যক্তিগত পথ নির্দেশনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর তদারকীর ব্যাপারে উল্ল ও বিভাগীয় প্রধানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; এবং

(ছ) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ)**।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদামসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দৃষ্টি বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৪। **পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)**।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসন ও হিসাব কর্মকালে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদামসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দৃষ্টি বৎসরের জন্য পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

**১৫। পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা)।** - (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা বাহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধি করিবেন;

(৩) পরিচালক (ছাত্র ও পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

**১৬। প্রষ্টের।** - (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য একজন প্রষ্টের এবং, প্রয়োজনে, সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রষ্টের নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রষ্টের ও সহকারী প্রষ্টেরের, যদি থাকে, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

**১৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব।** - বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা;

(খ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করা

(গ) বাহিরাঙ্গন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রয়োজন পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) ছাত্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ দান ও ছাত্রদের পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যবলীর তত্ত্বাবধান করা;

(চ) সিডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অপ্রিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

**১৮। আর্থিক সুবিধা।** - (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর অপ্রিত দায়িত্ব সফলভাবে সহিত সম্পাদনের শীর্ষতাপূর্ণ অনুর্বোধ করে তাহার বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

**১৯। অবসর।** - (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) -এ যাহা থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, সিডিকেট প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়দ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়দ এক নাগাড়ে দুই বৎসরের বেশী বৃদ্ধি করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ষিত মেয়দ গণ্য করা যাইবে না।

**২০। অনুত্তোষিক।** - কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন্য পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে বা তাঁহার

পরিবারকে তিনি যত বৎসরের চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাঁহার সর্বশেষ গ্রহীত/প্রাপ্ত মূল বেতনের হার অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ আনুভোবিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

২১। **অবসর ভাতা।** - কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন্য দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাঁহাকে বা, তাঁহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

২২। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।** - (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুজ্জেদ (২)-এর বিধি মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রযোজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা।** - (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত খাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথা:-

(ক) শাট বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেরণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্দকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(২) কল্যাণ তহবিল চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ০.২৫%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫%:

তবে শর্ত খাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৪) কোন ট্রাস্টি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে; ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা প্রতিমাসের প্রথমার্থে উক্ত হিসাব জমা করিতে হইবে।

(৫) ট্রেজারার প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগিগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের তিতিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে, এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে; তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড বিধ্বংস করিবে।

(৬) ট্রেজারার অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারি নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৭) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যাম্পেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইসচ্যাম্পেলর, যদি থাকেন;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;

(ঘ) ভাইস-চ্যাম্পেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঙ) নেজিস্ট্রার, এবং

(চ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৮) কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঙ্গুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঙ্গুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় এবং আনুযায়ীগিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে; এবং ট্রাস্টি বোর্ড এই আইন, তদন্তীন প্রণীত অন্যান্য বিধি এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৯) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১০) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঙ্গুরী প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মাননিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচুত হইলে, তাঁহাকে, অথবা মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীর থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকুরী করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে;

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত

ইইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) এইরূপ আর্থিক মঙ্গুরী অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখে পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঙ্গুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যদিন তিনি উক্ত মঙ্গুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে।

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যাঙ্গেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে চ্যাঙ্গেলরের সিন্ড্রান্টই চূড়ান্ত হইবে।

(১১) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। **কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম।**- অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

২৫। **সংবিধির ব্যাখ্যা।**- এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যাঙ্গেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে চ্যাঙ্গেলরের সিন্ড্রান্টই চূড়ান্ত হইবে।



